

ডেইলি

দেশের কথা

□ বর্ষ ৩৪ □ সংখ্যা ২০ □ আগরতলা ওরা সপ্টেম্বর, ২০১২ □ ১৭ই অক্টো, ১৪১৯ সোমবার REGD NO. RN 34238179

www.dailydesherkatha.com

ইন্টারনেট সংস্করণ :

Postal Regn. No. NE-983-2009-11

মূল্য : ২ টাকা ৫০ পয়সা

সিস্টার
বাজার উপকরণে
সেবা আবিষ্কার

পিসিইভার

কৃত্রিম
মুদ্রা
থাকবে ও ভুলমানে প্রতী যাবে যাবে

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ৩ সপ্টেম্বর, ২০১২ সোমবার, সাত

রসায়নের জটিল বিষয় মনে রাখার সূত্র উদ্ভাবন করলেন রাজ্যের অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ২ সপ্টেম্বর : রসায়নের সংকরায়ণের জটিল সব বিষয় কি করে সহজে মনে রাখা যায়? এই মনে রাখার পদ্ধতিই বাতলে দিয়েছেন অধ্যাপক অরিন্জিত দাস। কৈলাসহরের ছেলো। বর্তমানে আছেন ধমনগর কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখার যে উপায় তরুণ এই অধ্যাপক আবিষ্কার করেছেন তা এবার থেকে পাঠ্যক্রম হিসাবে চালু হতে যাচ্ছে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অরিন্জিত দাস জানিয়েছেন, ১৯৯০ সাল থেকে ছাত্র পড়ছি। সব সময় চিত্র থাকতো ছাত্র-ছাত্রীদের কী করে সহজে রসায়নের জটিল বিষয় বুঝিয়ে দেয়া যায়। অক্টেবর বা জৈব রসায়নের হাইব্রিটাইজেশন বা সংকরায়ণ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাত/ আট মিনিট চলে যায়। এ নিয়ে সব সময় চিত্র থাকতো। একদিন ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল

একটি সূত্র পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে সেই সূত্র লিখে রাখি। পরদিন সেই সূত্র নিয়ে বসি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাটাই নতুন সে



সূত্র। দেখা যায় যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাত/ আট মিনিট সময় লাগতে, এখন এক মিনিটে ২০/২৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাচ্ছে।

দিল্লি থেকে প্রকাশিত কেমোস্ট্রি টুডে'তে অরিন্জিত দাসের উদ্ভাবিত সূত্র প্রকাশিত হয় গত বছর। এরপর গত এক বছর বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষিত হয়

এই সূত্র। এ বছর ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওরর এন্ড অ্যাপ্লাইড কেমোস্ট্রি থেকে চিঠি দিয়ে অরিন্জিত দাসকে জানানো হয় তার বের করা সূত্রটি ঠিক আছে। গত বছর থেকে ধমনগর কলেজে অধ্যাপনা করছেন তিনি। এর আগে কাজ করেছেন স্টেট ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে। এ বছর ব্রিটেনের দুটি বিজ্ঞান পত্রের বিশ্লেষক বা সমালোচক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা লেঙ্ক, বর্ধমান, কলকাতা এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রবর্তিত সূত্র মোতাবেক এখন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রসায়ন পড়ানো হবে। অরিন্জিত দাস জানিয়েছেন, 'আমার প্রবর্তিত সূত্র নবম থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবে।'

বর্তমানে ইন্ডিয়ান কেমোস্ট্রি সোসাইটি, ইন্ডিয়ান একাডেমি অব ফরেনসিক সায়েন্স, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, ত্রিপুরা কেমোস্ট্রি সোসাইটি, ত্রিপুরা কলেজ টিচার এসোসিয়েশনের সদস্য তিনি।